শব্দার্থতত্ত্ব ও অর্থপরিবর্তনের ধারা

শব্দার্থতত্ত্ব: ভাষার দুটি দিক হচ্ছে - i) তার বাইরের প্রকাশরূপ (expression aspect) ii) তার ভিতরের ভাব বা অর্থ (content aspect) ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার এই অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics বলে।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের ও ভিতরের উভয় কাঠামো পরিবর্তিত হয়। ভাষার অর্থ পরিবর্তনের প্রধান কারন দুটি - i) স্থূল কারন (ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, উপকরনগত)
ii) সূক্ষ্ম কারন (সাদৃশ্য, সুভাষন | মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, শৈথিল্য ও আবাসপ্রিয়তা, আলঙ্কারিক প্রয়োগ)

স্থূল কারন:

ক) ভৌগোলিক: একই শব্দ ভিন্নভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহন করে। যেমন:

অভিমান: বাংলার শ্যামল-কোমল-স্নিগ্ধ পরিবেশে যার অর্থ = স্নেহ মিশ্রিত অনুযোগের ভাব।
কিন্তু পশ্চিম ভারতের শুষ্ক কঠোর পরিবেশে যার অর্থ = অহংকার (হিন্দী)

খ) ঐতিহাসিক: আর্য = √ঋ + ন্যৎ = আর্য (গমনধর্মী)। ভারতে আসার পূর্বে এরা ফলমূল খেত, বনান্তরে ঘুরে বেড়াত। তাই মূল অর্থ 'গতিশীল গোষ্ঠী'। কিন্তু ভারতে আসার পর কৃষি-নির্ভর স্থায়ী বসবাসের জন্য অর্থ পাল্টে হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের মূলজাতি।

গ) উপকরনগত: আগে কালি তৈরী হতো কালো তরল পদার্থ দিয়ে। এখন লাল, সবুজ প্রভৃতি উপকরনে তৈরী হয়। তাই এখন কালি বলতে কেবল কালো অর্থকে বোঝায় না, লাল, সবুজ প্রভৃতি রঙের তরল পদার্থকেও বোঝানো হয়।

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ:

১) সুভাষণ: অকল্যাণসূচক বা অসুন্দর কিছুকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে অথবা বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে দেখা যায় যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থের দিক দিয়ে তা প্রায় বিপরীত হয়ে পড়েছে। এই রীতিকে ইংরাজীতে বলে Euphemism এবং বাংলায় বলা হয় সুভাষণ। ইহা মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সং-র জন্যও হয়। যেমন: বাড়ন্ত শব্দের অর্থ = বর্ধমান।

কিন্তু সুভাষণ রীতিতে অর্থ হল = অভাব।

বিনয় প্রকাশ করতে গিয়েও সুভাষণের প্রয়োগ হয়-যেমন: 'গরীবের কুটিরে পা দেবেন' 'দুটো শাক ভাত খেয়ে আসবেন'।

নীচু শ্রেনীর পেশার মানুষকে মর্যাদা দেবার জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলিও সুভাষণ। যেমন- নরসুন্দর (নাপিত)
দরিদ্রনারায়ন (ভিক্ষুক)
যাত্রী-সহায়ক (কুলী)

২) সাদৃশ্য: সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটতে পারে। এই সাদৃশ্য আবার দুদিক থেকে হতে পারে।

i) ধ্বনির সাদৃশ্য

ii) বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সাদৃশ্য।

ধ্বনির সাদৃশ্য: 'রোদসী' = গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদ্বয়
ধ্বনিসাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট 'ক্রন্দসী'= অন্তরীক্ষ।

বস্তুসাদৃশ্য: তিল = তৈল শস্য
গায়ের তিল = শস্য নয়, কালো দাগ।

3) শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা :

ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের বশে অনেকসময় একটা শব্দগুচ্ছের সবটা ব্যবহার না করে অংশবিশেষ দিয়ে আমরা কাজ চালাই। এই ভাবে নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়।

যেমন- 'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' এই অর্থে 'সন্ধ্যা দেওয়া'

4) আলঙ্কারিক প্রয়োগ : আলঙ্কারিক অর্থে কোন শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকলে একসময় তার আলঙ্কারিক তাৎপর্য হারিয়ে যায় এবং গতানুগতিক অর্থ প্রচলিত হয়ে যায়।

যেমন- সন্ধ্যায় ফোটা একটি ফুলকে সন্ধ্যার স্বরূপ 'সন্ধ্যামনি' বলা হয়েছিল। এখন বহু ব্যবহারে এটি একটি সার্বিক ফুলের নাম।

অর্থপরিবর্তনের ধারা :

ক) অর্থবিস্তার/অর্থপ্রসার

খ) অর্থসংকোচ

গ) অর্থসংক্রম/অর্থসংশ্লেষ।

ক) অর্থবিস্তার : যদি কোন শব্দ প্রথমে সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝাতো এবং কিছুকাল পরে ব্যাপক ভাব বা অধিক-তর বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে অর্থবিস্তার।

সার্বিকতা রূপক বা অতিশয়োক্তির জন্য অর্থবিস্তার ঘটে থাকে। যেমন : সং বর্ষ = বর্ষাকাল (পূর্বে)

এখন বর্ষ = সারাবছর।

কালি = পূর্বে ছিল শুধুমাত্র কালো বর্ণের তরল।

কালি = এখন " যেকোনো " " ।

মীরজাফর = পূর্বে ছিল সিরাজদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি। এখন যেকোনো বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি।

ঘ) অর্থসংকোচ: প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবকে বোঝাতো এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একটি বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে তবে তাকে বলে অর্থসংকোচ। যেমন:

মৃগ = আগে অর্থ যেকোন পশু, এখন হরিন।

প্রদীপ = আগে অর্থ সব রকমের আলো, এখন মাটি বা পিতলের তৈরী জ্বলতে দেওয়া আধার।

ঙ) অর্থসংক্রম: শব্দের অর্থপরিবর্তন ধাপে ধাপে হতে হতে দে যায় শেষ ধাপে এসে শব্দের এমন নতুন অর্থ হয়ে গেছে মূল অর্থের সঙ্গে যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। একে বলা হয় অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ। যেমন:

সং ঘর্ম = গরম, বাংলায় = ঘাম।

সন্দেশ = পূর্ব অর্থ খবর, এখন একপ্রকার মিষ্টা

চামচে = পূর্ব অর্থ ছোট্ট 'হাতা' এখন অর্থ = তোষামোদকারী।

উপরের ধারাগুলি ছাড়া আরো দুটি ধারার কথা অনেকে বলেন। যেমন- অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি।

a) অর্থোন্নতি: কোনো শব্দ প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো তা পরিবর্তিত রূপটি যদি পূর্বাপেক্ষা সম্মানিত ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে তাকে বলে অর্থোন্নতি। যেমন

বাতুল = (পূর্বে) উন্মাদ, বায়ুগ্রস্থ

বাতুল → বাউল = বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়।

মন্দির = পূর্বে যেকোন গৃহ।

এখন দেবালয়।

৮) অর্থাবনতি: আবার কোনো শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ফলে যদি শব্দটিতে পূর্বের ভাব বা বস্তু অপেক্ষা হেয় ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে তাকে বলা হয় অর্থাবনতি।

যেমন- মহাজন = (পূর্বে) মহৎ ব্যক্তি
এখন মুদখোর।

উপাধ্যায় > ওঝা > রোজা (অর্থাবনতি)

তবে এই অর্থোন্নতি বা অর্থাবনতি ভাগ দুটি সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় পূর্বোক্ত কোন না কোন ভাগে পড়ে।

—০—